দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...28 DEC 1994...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

ফলো–আপ

লালমনিরহাট পদ্ধতির গণশিক্ষা
মাথাপিছু ব্যয় হয়েছে ১৩০ টাকা
৯০ ভাগ শিক্ষার্থী লিখতে-পড়তে পারে

।। মোনাজাতউদ্দিন।।

২৭শে ডিসেম্বর।– লালমনিরহাট জেলায় নতুন ধরনের গণশিক্ষার যে কাজ চলছে তার মূল্যায়ন করে দেখা গেছে ৬ মাসের শিক্ষায় একেকজন শিক্ষার্থীর জন্য বই, শ্লেট, চক, বসার মাদুর, চট এবং কেরোসিন বাবদ ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৩০ টাকা। অর্থাৎ খুব সামান্য পরিমাণ অর্থব্যয়ে একেকজন নিরক্ষর ব্যক্তি শিক্ষা– সচেতন হয়েছে। তারা লিখতে–পড়তে এবং কৃষি–কাজ ও জীবন চালনার মতো হিসেব–নিকেশ করতে পারে।

লালমনিরহাটে পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমটি ভিন্নধর্মী। 'সংবাদ'–এ ৪ পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল এ কার্যক্রমটি নিয়ে। জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদউদ্দিন আহমেদ তার নিজ কাজের অবসর সময়ে গণশিক্ষা কার্যক্রমটি শুরু করেন দু'বছর আগে। এটি এখন ৫টি থানার সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে এবং লালমনিরহাট পদ্ধতির গণশিক্ষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রথমদিকে 'চাঁদার টাকায়' পরিচালিত হলেও এখন সরকারের 'উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের' আওতাভুক্ত হয়েছে। স্কুল পরিচালনার জন্য টাকাও দিচ্ছে তারা।

লালমনিরহাট জেলায় নিরক্ষর নরনারীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৬৮ হাজার। এরমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২৯ হাজার ৫শ' ২০ জনকে শিক্ষা দেয়া হয়। মূল্যায়নে দেখা যায় এদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী লিখতে–পড়তে ও ছোটখাটো অংক করতে পারে। এরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। মজুরেরা ভূস্বামীর কাছে থেকে ন্যায্য মজুরি দাবি করে, কেউ কেউ (ক্ষুদ্র কৃষক) কৃষি উপকরণের জন্য কৃষি প্রশা–সনে যায়। কোন কোন এলাকায় সামাজিক অপরাধের মাত্রা অনেকটাই কমে গেছে। মেয়েরা কাজে–কর্মে ঘরের বাইরে বেরুচ্ছে আগের চাইতে বেশি সংখ্যক।

কাজী ফরিদউদ্দিন আহমেদ জানান, লালমনিরহাটে গঠিত 'গণশিক্ষা সমিতি' আগামী ৬ মাসের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের গণশিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। জেলার ৫টি থানা ও ১টি পৌরসভা এলাকায় খোলা হবে ৬ হাজার ৬শ' ৩টি গণশিক্ষা কেন্দ্র। ইতিমধ্যে ২৮ জন মাস্টার ট্রেই–নারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৩শ' ৬৩ জন 'ব্লক সুপার–ভাইজার।' ব্লক সুপারভাইজার' থাকে কৃষি বিভাগের, তবে লালমনিরহাট পদ্ধতিতে গণশিক্ষার কাজেও ব্লক সৃষ্টি করে সেখানে একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। কাজী ফরিদ আহমেদ আশা করেন '৯৫ সালের মধ্যে গোটা লালমনিরহাটের মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে।

সংবাদ প্রতিনিধির পর্যবেক্ষণ

লালমনিরহাট পদ্ধতির গণশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর শুরু থেকেই আমার চোখ রয়েছে। এটা এমন একটি প্রকল্প যার সাথে জড়িত হয়েছেন, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের জেলা–থানা ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা–কর্মী। জড়িত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, আনসার–ভিডিপি, আরডিআর–এস–সহ বিভিন্ন এনজিও। বেকার যুবক, উৎসাহী যুবতী, মসজিদের ইমাম–মুয়াজ্জিন, এরাও জড়িত হয়েছেন প্রশা–সনের কর্মকর্তারাও কাজ করছেন, তবে এদের অনেকেরই কর্মতৎপরতা, ক্রমশ ঢিলে হয়ে যাচ্ছে কার্যক্রম থানা থেকে থানা ও ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়নে বিস্তৃত হবার সাথে সাথে। সরকারের উপ–আনুষ্ঠানিক গণশিক্ষা কার্যক্রমভুক্ত হবার ফলে এখন বেশ টাকা–পয়সা আসছে এবং দুর্নীতিও হচ্ছে বিভিন্ন উপকরণ কেনাকাটায়। থানা প্রশাসনে বহাল যে দুর্নীতি, তার ঢেউ এই বিশেষ কার্যক্রমটিতেও লেগেছে। দ্বিতীয়ত; গণশিক্ষার এই কাজটিতে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয়নি বা হচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটি পরিচালনা করতে হচ্ছে জেলা প্রশাসককে। সেক্ষেত্রে, সরকারি নিয়ম মোতাবেক কাজী ফরিদ আহমদ লালমনিরহাট থেকে বদলি হয়ে গেলে পুরা কার্যক্রমটি অচল হয়ে পড়বে। সরকারের গণশিক্ষা বিভাগের কর্তারা এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক তৎপর নন। তারা তাদের আর দশটা কাজের মতো করেই কার্যক্রমটি দেখছেন।

লালমনিরহাট জেলা শিক্ষায় পশ্চাদপদ একটি অভাবী এলাকা। শিক্ষার হার শতকরা ১০ ভাগ, অভাব থাকে সারাবছর। বেশ কয়েক বছর আগে এই জেলার পৌর এলাকায় ৩টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেন মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক বীর–প্রতীকসহ কয়েকজন। কেন্দ্র ৩টি এখনো চালু রয়েছে। ৯৩ সালের এপ্রিল থেকে জেলা প্রশাসক তার ব্যক্তি উদ্যোগে লাল–মনিরহাট পদ্ধতির গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। এখন এটি 'ইনফেপ' থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে।